দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 27 DEC 2002
পৃষ্ঠা 8

যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ছাত্র শিক্ষকের বায়োডাটা পরীক্ষা করছে এফবিআই

নিউইয়র্ক থেকে এনা ঃ যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিদেশী শিক্ষক এবং অধ্যয়নরত বিদেশী ছাত্রদের জীবন-বৃত্তান্ত এফবিআইতে জানাতে বলা হয়েছে। বিচার বিভাগের ফরেইন টেররিস্ট ট্রাকিং টাস্কফোর্স কর্তৃক সংগৃহীত তালিকার সন্ত্রাসীর সাথে সম্পর্ক রয়েছে কিংবা সেই তালিকার কেউ স্টুডেন্ট হিসায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে কিনা তা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে গত মাস থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে বিদেশী ছাত্র-

৫-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

বায়োডাটা পরীক্ষা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

শিক্ষকের বায়োডাটা সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। ছাত্র-শিক্ষকের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার, কোন দেশের নাগরিক, জন্মের স্থান, জন্ম-তারিখ, স্বদেশের কোন সংগঠনের সাথে সম্পর্ক রয়েছে কিনা ইত্যাদি তথ্য জানতে চেয়েছে এফবিআই। গত ২৫ ডিসেম্বরের ওয়াশিংটন পোস্টে এ সম্পর্কে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। প্যাট্রিয়ট এ্যাক্ট-এর বিধান অনুযায়ী স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত তথ্য এফবিআইকে জানাতে পারবে সংশ্লিষ্ট বিদেশী ছাত্র-শিক্ষককে অবহিত না করেও। তবে যদি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র-শিক্ষকের গোপনীয় তথ্য জানাতে অস্বীকার করেন তবে এফবিআই'র করার কিছুই নেই। এ প্রসঙ্গে এফবিআইয়ের মুখপাত্র বিল কার্টার বলেছেন, তারা জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এসব ইনফরমেশন চেয়েছেন, আশা করেন সকলের সহযোগিতা পাবেন। তবে ইনফরমেশন দিতেই হবে- এমন কোন বাধ্যবাধকতাও নেই।

অপরদিকে আমেরিকান কলেজ রেজিস্ট্রার্স এন্ড এডমিশন অফিসার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ওয়াশিংটন পোস্টকে জানানো হয়েছে, এসোসিয়েশনের ১০ হাজার সদস্যই উপরোক্ত তথ্য এফবিআইকে দিচ্ছে, কিন্তু এটি ফেডারেল আইনের পরিপন্থী কেননা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগের ইতিপূর্বেকার এক নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোর্টের নির্দেশ অথবা নোটিশ ব্যতিরেকে কোন তথ্য এফবিআইকে জানানো যাবে না। পক্ষান্তরে, আমেরিকান কাউন্সিল অন এডুকেশনের জেনারেল কাউন্সিল শেল্ডন স্টেইনবেচ বলেছেন, এফবিআইকে বিদেশী ছাত্র-শিক্ষকের ইনফরমেশন দানের মধ্যে তিনি কোন সমস্যা দেখছেন না। ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের সহযোগিতা তাদের সকলেরই দেয়া উচিত জাতীয় নিরাপত্তাকে সংহত করার স্বার্থেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৭ লাখ বিদেশী ছাত্র ও শিক্ষক রয়েছেন। এর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ান এবং মুসলিম দেশসমূহের ছাত্র-শিক্ষকের সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশী।